দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা।।
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া।।
অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না পারে।।
বলাই খায়্যাছে ননি মিছ চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার।।
অঙ্গাদ-বলয়-তাড় আর যত অলঙ্কার
আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসায়্যা লহ আমারে বিদায় দেহ
এ দুঃখে যমুনা হব পার।।
বলরাম দাসে কয় এই কর্ম্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে।
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে।।

Scanned with CamScanner

■ **শব্দার্থ ও টীকা : দাঁড়াইয়া নন্দের আগে**—নন্দরাজা। নন্দরাজার সামনে দাঁড়িয়ে। **গোপাল**—কৃষ্ণ। **অনুরাগে**—অভিমানে। এখানে গোপালের কান্না কোন দুঃখের জন্য নয়, এ কান্না অভিমানের, সোহাগের। **অপযশ**—অপবাদ। **ননি-চোরা**—যে ননী চুরি করে। **ছান্দন-ডোরে**—দুগ্ধ দোহন কালে গাভী যাতে পা নাড়াতে না পারে তার জন্য দড়ি দিয়ে তার পা-গুলি বেঁধে রাখা হয়, সেই দড়িকেই বলে ছাঁদন-দড়ি। **নবনী**—ননী বা মাখন। **লাগিয়া**—কারণে। **আহীরী রমণী**—গোয়ালিনী। **সুধাইয়া**—

Scanned with CamScanner

জিজ্ঞাসা করে। **ছাওয়াল**—ছেলে। **বান্ধে করে**—হাত বেঁধে রাখে। **যে বল সে বল মোরে**—তুমি আমাকে যাই বল না কেন। **খায়্যাছে**—খেয়েছ। **রাণী**—যশোদাকে বলা হচ্ছে। **পরের ছাওয়াল**—কৃষ্ণ যশোদার নিজ গর্ভজাত সন্তান নন, তিনি বসুদেব ও দেবকীর সন্তান। এই জন্যই পরের ছাওয়াল বলা হচ্ছে। **অঙ্গাদ**—হাতে পরার অলঙ্কার। **বলয়**—বালা। **তাড়**—তাগা। **খস্যায়া**—খুলে। **কোড়ে**—কোলে।

Scanned with CamScanner